গাংনীতে ট্রলি চাপায় কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে ইট বোঝায় স্যালো ইঞ্জিন চালিত ট্রলি চাপায় কাল্লু মন্ডল নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া বাজারে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত কাল্লু মন্ডল গাংনী উপজেলার নিত্যানন্দনপুর গ্রামের সুষ্ঠু মন্ডলের ছেলে। নিহত কাল্লু মন্ডলের ভাতিজা মন্টু সরকার জানান, তার চাচা কাল্লু মন্ডল ছেলেদের জন্য ঢাকায় চাল পাঠাতে গাংনীতে যায়।

দুরপাল্লার একটি পরিবহনে চাল তুলে দিয়ে বাড়িতে ফেরার সময় বাঁশবাড়িয়া বাজারে রাস্তা পার হওয়ার সময় বেপরোয়া গতির ইটবোঝায় ট্রলি তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, কাল্লু মন্ডল বাঁশবাড়িয়া বাজারের রোড ডিভাইডারের পকেট রাস্তা পার হওয়ার সময় ট্রলি তাকে চাপা দিলে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনার পরে চালক ট্রলি ফেলে পালিয়ে গেছে।

গাংনী থানার এসআই আতোয়ার রহমান জানান, ভাটপাড়া রিপন ইটভাটার তিনটি ট্রলি মেহেরপুরের দিকে যাচ্ছিলো।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি উত্তম কুমার দাস বলেন, দূর্ঘটনা স্থল থেকে সুষ্ঠু মন্ডলের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীর কাজিপুর ইউনিয়নের পাড়া মহল্লায় ভোট প্রার্থণা জামায়াত প্রার্থীর

ন্যায় ভিত্তিক কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠন ও দুঃশাসন এবং বৈষম্য মুক্ত সমাজ গঠনে দাঁড়িপাল্লায় ভোট দানের আহ্বান জানিয়ে পাড়া মহল্লায় ভোট চাইলেন মেহেরপুর-২ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা।

গতকাল শুক্রবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় ঘুরে ঘুরে ভোট প্রার্থণার পাশাপাশি দোয়া চান তিনি। এসময় গণভোটেরও আহবান জানান।

এসময় তিনি বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং দ্বীন, ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ গঠনে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে ভোট ও সহযোগিতা কামনা করেন।

গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নায়েবে আমীর মাওলানা মফিজুল ইসলাম, কাজীপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমীর আব্দুর রাজজাক, সেক্রেটারি আশরাফুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি সাইদুল ইসলাম, গাংনী পৌর যুব বিভাগের সভাপতি জয়নাল আবেদীন, গাংনী উপজেলা ছাত্রশিবির সভাপতি সিহাব হোসেনসহ জামায়াতে ইসলামী ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এসময় নাজমুল হুদা বলেন, আমরা নির্বাচিত হলে, সরকারের ট্যাক্স বিহীন গাড়িতে চড়বোনা। সরকারের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা জনগণকে বুঝিয়ে দেবো। জনগণের সেবক হয়ে আপনাদের সেবা দেবো।

“দেশ ও জাতিকে দুর্নীতি, দুঃশাসন এবং বৈষম্য থেকে মুক্ত করতে সৎ, যোগ্য ও আল্লাহভীরু নেতৃত্ব প্রয়োজন। জামায়াতে ইসলামী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও একটি কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আপনারা যদি আমাদের পাশে থাকেন, তাহলে গাংনীসহ সারাদেশে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।”

এ সময় নেতাকর্মীরা ভোটারদের মাঝে জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরেন এবং শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে

জনগণের রায় প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

গাংনীর শিশিরপাড়ায় ধানের শীষে ভোট প্রার্থনায় বিএনপির নেতাকর্মীরা

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপি’র মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী আমজাদ হোসেনের পক্ষে গাংনী পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড শিশিরপাড়া গ্রামে ভোট প্রার্থনা করেছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি ও বিএনপি নেতা শাহজাহান সেলিমের নেতৃত্বে দলের নেতাকর্মীরা গ্রামবাসীর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং আগামী নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানান।

এ সময় শাহজাহান সেলিম বলেন, “বিএনপি মানুষের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র রক্ষার রাজনীতি করে। দীর্ঘদিন ধরে মানুষ তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। দেশকে সংকট থেকে মুক্ত করতে হলে ধানের শীষের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে ভোট দিতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে মানুষের বাকস্বাধীনতা, ন্যায়বিচার এবং উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে আমজাদ হোসেন একজন যোগ্য ও জনবান্ধব প্রার্থী বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, গাংনী পৌর বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, স্থানীয় ওয়ার্ড বিএনপি নেতা ডাবলু হোসেনসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

নেতাকর্মীরা গ্রামবাসীর মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে লিফলেট বিতরণ করেন এবং শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের রায় প্রতিফলনের আহ্বান জানান।

গাংনীর জোড়পুকুরিয়াতে বিএনপির নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রাম বিএনপি’র উদ্যোগে নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে জোড়পুকুরিয়া বাজারে এই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জোড়পুকুরিয়া ১নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি মোস্তাক আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী আমজাদ হোসেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আবাদুল আওয়াল, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো, মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান মাহবুব, মেহেরপুর জজকোর্ট জাতীয়তাবাদী আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও বিএনপি নেতা এ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা মহিলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি নাজমা খন্দকার, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইনসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সঞ্চালনায় ছিলেন, জেটিএস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর হোসেন হেলু।

জনসভায় বক্তারা বলেন, দেশ আজ এক কঠিন সময় পার করছে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, মানুষের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনা এবং জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে বিএনপির বিকল্প নেই। তারা বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে দেশের উন্নয়ন, শিক্ষা, কৃষি ও অবকাঠামো খাতে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

প্রধান অতিথি আমজাদ হোসেন তার বক্তব্যে বলেন,

“দেশকে আবার উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের ধারায় ফিরিয়ে আনতে হলে বিএনপিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় আনতে হবে। সাধারণ মানুষের ভোটে নির্বাচিত সরকারই পারে জনগণের কথা শুনতে ও সমস্যার সমাধান করতে।”

তিনি আরও বলেন, “বিএনপি জনগণের দল। কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষায় বিএনপি অতীতেও কাজ করেছে, ভবিষ্যতেও করবে।”

বক্তারা আগামী নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীকে বিজয়ী করতে সকল নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

জনসভায় স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী ও সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে জামায়াতের নির্বাচনী গণমিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে জামা ভেদয়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদার নেতৃত্বে নির্বাচনী গণমিছিল ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার দিকে গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামে এই গণমিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গণমিছিলটি মটমুড়া স্কুলপাড়া থেকে শুরু হয়ে গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে ক্লাবপাড়া এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদা বলেন, “দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতি, ঘুষ ও চাঁদাবাজির রাজনীতিতে দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মানুষের ন্যায্য অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে সৎ, যোগ্য ও আল্লাহভীরু নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “ইনশাআল্লাহ জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, ন্যায়বিচারভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে।” এ সময় তিনি আগামী নির্বাচনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট দিয়ে ইসলামী মূল্যবোধের পক্ষে রায় দেওয়ার জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমীর ডা. রবিউল ইসলাম, সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আলম হুসাইন, এনসিপির মেহেরপুর জেলা শাখার সংগঠক মোজাহিদুল ইসলামসহ জামায়াত ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, দেশের মানুষ এখন পরিবর্তন চায়। তারা আর দুর্নীতিবাজ ও লুটেরা নেতৃত্ব দেখতে চায় না। জামায়াতে ইসলামী জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে আগামী দিনে একটি কল্যাণরাষ্ট্র গঠনে কাজ করবে বলে বক্তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

গাংনী বামুন্দীতে সিএসএস’র ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

গাংনীর বামুন্দী সিএসএস (খ্রীস্টিয়ান সার্ভিস সোসাইটি) এনজিও’র স্থাপিত প্রয়াত রেভারেন্ড পল মুন্সীর স্মরণে দিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বামুন্দী-নিশিপুর স্কুল ও কলেজ ক্যাম্পাসে এ ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বামন্দী সিএসএস-মাইক্রোফাইন্যন্স প্রোগ্রাম, কুষ্টিয়া জোনের মেহেরপুর অঞ্চলের বামন্দীতে অনুষ্ঠিত এই ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে মা ও শিশু স্বাস্হ্যসেবা প্রদান করা হয়।

উপকারভোগীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পরামর্শ এবং

প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করা হয়। ক্যাম্পটি পরিচালনা করেন ডা: মো: নূর হোসেন ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর রিজিওনাল ম্যানেজার মো: আনিসুর রহমান। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মি. সজীব দেউরী, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মি.মিনারুল গোলদার ও মনোরঞ্জন মন্ডল, সার্বিক সহযোগীতায় ছিলেন এবিএম মো: আলামিন বিশ্বাসসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা।

আয়োজকেরা জানান, প্রয়াত রেভারেন্ড পল মুন্সীর সমাজকল্যাণমূলক কাজকে সম্মান জানিয়ে প্রতি বছর এই ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

গাংনীতে সেনাবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সিন্দুরকোটা গ্রামের একটি ভুট্টা ক্ষেত থেকে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও দুটি রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

ভারত থেকে আসা এসব অস্ত্র গুলি গন্তব্যে পৌঁছুনোর আগেই তা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় সেনাবাহিনী। আজ রবিবার ভোরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গাংনী ক্যাম্পের এক বিশেষ অভিযানে এগুলো উদ্ধার করা হয়।

সেনাবাহিনীর অভিযান সুত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে অস্ত্র ও গুলি পাচার করে এনে তা গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পাচারকারীরা অস্ত্র ও গুলি সিন্দুরকোটা গ্রামের একটি ভুট্টা ক্ষেতে ফেলে রাখে। সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা তৎপরতায় অস্ত্রের গন্তব্যে ও সম্ভাব্য অভিযান নিয়ে ছক করা হয়।

গাংনী সেনাবাহিনী ক্যাম্পের মেজর আহমেদ ফজলে রাব্বি নিলয় ও ক্যাপ্টেন মোল্লা রিফাত রায়হান পৃথক দুটি দল নিয়ে ভোরে অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় একটি ব্যাগের মধ্যে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো

অবস্থায় একটি ওয়ান সুটারগান, একটি বিদেশী পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন এবং ২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও গুলি গাংনী থানায় জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে এ ঘটনায় কেউ আটক হয়নি।

“ন্যায় ইনসাফ ভিত্তিক একটি মানবিক কল্যাণ রাষ্ট্র গড়তে দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন”

জামায়াতে ইসলামী এদেশে ন্যায় ইনসাফ ভিত্তিক একটি মানবিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। সেজন্য দাঁড়িপাল্লা মার্কায় ভোট এবং দোয়া চাই। গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামে গণসংযোগকালে এ আবেদন জানান, জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদা।

গতকাল বিকালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনিত প্রার্থী নামজুল হুদা ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)’র কেন্দ্রীয় যুগ্ম সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে নির্বাচনী গণসংযোগকালে এই আবেদন জানান। এসময় গাংনী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, এনসিপির জেলা সংগঠক ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার সাবেক সদস্য সচিব মোজাহিদুল ইসলামসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নাজমুল হুদা বলেন, আমরা ন্যায় ইনসাফ ভিত্তিক একটি মানবিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। যেখানে নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব সবাই একসাথে বাস করতে পারেন। সাধারণ মানুষ অফিস আদালতে কোনো হয়রানি ও ঘুষ বিহীন তাঁদের সেবা পাবে। সমাজ থেকে ঘুষ দূর্নীতি ও মাদক বন্ধ হবে।

এসময় এনসিপির কেন্দ্রিয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সাকিল

আহমেদ বলেন, নতুন বাংলাদেশ গড়তে এবং ঘুষ দূর্নীতি চিরতরে উৎখাত করতে ১২ তারিখের নির্বাচনে গণতন্ত্রের পক্ষে হ্যাঁ ভোট দিন। তিনি বলেন, গণভোটে হ্যাঁ মানে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব সংস্কার ও নতুন সংবিধানের পক্ষে, হ্যাঁ মানে অধিকার নিশ্চিত, হ্যাঁ মানে জুলাই শহীদদের রেখে আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন, হ্যাঁ মানে ১৯৭১, ১৯৫২ আর ১৯৪৭ এর অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া।

গাংনীতে অবাধে চলছে কৃষি জমির মাটি কাটার মহোৎসব

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে এক্সকাভেটর (ভেকু) মেশিন ব্যবহার করে আবাদি ফসলি জমির মাটি কাটার মহোৎসব চলছে। ‎দিনের আলোতে ও রাতের আঁধারে নির্বিঘ্নে চললেও বিষয়টি দেখেও যেন নির্বিকার উপজেলা প্রশাসন।

‎অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের আব্দুল ওহাব নামের এক কৃষক গ্রামে প্রবেশপথের মেইন সড়কের পাশে আবাদি জমি থেকে মাটি কেটে বিক্রি করছেন।

‎‎একইভাবে ইকুড়ি গ্রামের প্রধান সড়কের পাশে ড্যাঙ্গার মাঠে খেপু ও ফারুক নামের দুই ব্যক্তি আওয়ামী লীগের দলীয় ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ইটভাটাসহ বিভিন্ন স্থানে মাটি বিক্রি করে আসছেন।

‎‎এছাড়াও উপজেলার দুর্লভপুর, নলডাঙা, মালশাদহ, গোপালনগর মাঠসহ বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে মাটি কাটা চলছে। কেউ দিনে প্রকাশ্যে, আবার অনেকে রাতের আঁধারে গোপনে মাটি কাটছেন।

‎‎সবচেয়ে বড় আকারে মাটি কাটার কর্মযজ্ঞ চালাচ্ছেন উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামের মৃত রহিম বক্স মণ্ডলের ছেলে মাটি ব্যবসায়ী আরশেদ আলী। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এক্সকাভেটর মেশিন দিয়ে আবাদি ফসলি জমির মাটি কেটে ইটভাটাসহ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করে আসছেন।

‎‎স্থানীয়দের অভিযোগ, আরশেদ আলী আওয়ামী লীগের একজন সক্রিয় নেতা এবং আওয়ামী লীগের এক প্রভাবশালী নেতার আত্মীয় হওয়ায় দীর্ঘ এক যুগ ধরে এই অবৈধ মাটির ব্যবসা করলেও আজ পর্যন্ত উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

‎‎আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর দিনের বেলায় মাটি কাটা কিছুটা বন্ধ রাখলেও তিনি প্রতিদিন রাতের আঁধারে মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রি করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মাটি বহনকারী ট্রাক ও ট্রলির বিকট শব্দে রাতভর এলাকার মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারছেন না।

‎‎গত সোমবার রাত আনুমানিক ১১টার দিকে হাটবোয়ালিয়া সড়কের মালশাদহ ও গোপালনগর নামক স্থানে সড়কের ওপর এক ড্রাম কাদামাটি পড়ে যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন পথচারী ও যানবাহন চালকরা।

‎‎পরে খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় সড়ক থেকে কাদামাটি অপসারণ করে যান চলাচল স্বাভাবিক করেন।

‎‎এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেনের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন ধরেনি।

‎‎স্থানীয় সচেতন মহল দ্রুত অবৈধ মাটি কাটা বন্ধে প্রশাসনের কার্যকর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

মেহেরপুরে হারানো ৯২টি মোবাইল ও ৫৫ হাজার টাকা মালিকের হাতে তুলে দিল পুলিশ

মেহেরপুর পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের উদ্যোগে উদ্ধারকৃত হারানো মোবাইল ফোন ও অনলাইনে প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত নগদ অর্থ প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এ হস্তান্তর করা হয়। উদ্ধারকৃত ৯২টি মোবাইল ফোন ও নগদ অর্থ ভুক্তভোগীদের হাতে তুলে দেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় সাইবার সচেতনতার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে আমরা কেউই অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন ও সাইবার স্পেসের বাইরে নই। তাই নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মোবাইল ফোন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে সবাইকে আরও সচেতন ও সতর্ক হতে হবে। তিনি পুরাতন মুঠোফোন কেনার ক্ষেত্রে অবশ্যই মোবাইলের বক্স ও ক্যাশ মেমো সংগ্রহের পরামর্শ দেন। পাশাপাশি অনলাইনে প্রতারণা এড়াতে বিকাশ, নগদ বা অন্যান্য মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপের ওটিপি কারও সঙ্গে শেয়ার না করার আহ্বান জানান। অনলাইনে কোনো কিছু ক্রয়ের আগে অভিজ্ঞজনের সঙ্গে পরামর্শ করার কথাও বলেন তিনি।

পুলিশ সুপার আরও জানান, সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে জেলা পুলিশের এ কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। একটি সুষ্ঠু, নিরাপদ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে যেকোনো ধরনের অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে স্থানীয় পুলিশকে সহায়তা করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ডিসেম্বর ২০২৫ মাসে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল, মেহেরপুর জেলার তিন থানায় সাধারণ ডায়েরিভুক্ত সর্বমোট ৯২টি হারানো মোবাইল ফোন উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি ভুলবশত অন্য নম্বরে চলে যাওয়া এবং প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত নগদ ও বিকাশের মোট ৫৫ হাজার টাকা উদ্ধার করে সংশ্লিষ্ট প্রকৃত মালিকদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও ১৩টি ফেসবুক আইডি রিকোভারি করা হয় এবং বিভিন্ন থানায় নিখোঁজ ব্যক্তি ও ভিকটিম উদ্ধারে সহায়তা দিয়ে ৪ জন ভিকটিম উদ্ধার করা হয়।

সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল বিভিন্ন ক্রুপেস মামলার রহস্য উদঘাটন ও আসামি গ্রেপ্তারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। হারানো মোবাইল উদ্ধার করে ভুক্তভোগীদের মুখে হাসি ফোটাতে সেলটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অ্যাডমিন অ্যান্ড

ফিন্যান্স) মোহাম্মদ আতিকুল হক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মোঃ জামিনুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোঃ মেহেদি হাসান দিপু, ওসি (ডিবি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীসহ জেলা পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তা।